বৈসাবি-নববর্ষে সম্প্রীতি ও ঐক্যের আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ছবি : সংগৃহীত

পার্বত্য অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী উৎসব বৈসাবি এবং বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

শনিবার দেওয়া বাণীতে তিনি বলেন, বিজু, সাংগ্রাই, বিষু, বৈসু, চাংক্রান ও চাংলান—এসব উৎসব পার্বত্য অঞ্চলের চাকমা, মারমা, ত্রিপুরাসহ বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর জীবন-সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। চৈত্র সংক্রান্তি থেকে শুরু হয়ে কয়েক দিনব্যাপী এই আয়োজন নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর পাশাপাশি পুরনো দুঃখ-ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলার প্রতীক হিসেবেও বিবেচিত।

তিনি আরও বলেন, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দেশের সব মানুষের অংশগ্রহণে এসব উৎসব এখন জাতীয় উৎসবের মর্যাদা পেয়েছে। পাহাড় ও সমতলের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তুলতে এ ধরনের উৎসব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, দেশের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলোর নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, পোশাক ও আচার-অনুষ্ঠান বাংলাদেশের বহুত্ববাদী ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছে। সংবিধান অনুযায়ী সকল নাগরিকের সমান অধিকার নিশ্চিত করা এবং পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সরকার কাজ করে যাচ্ছে বলেও তিনি জানান।

তিনি বলেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বে একটি ইতিবাচক উদাহরণ তৈরি করেছে। এই ধারা বজায় রাখতে পারস্পরিক সম্মান ও সহনশীলতার বিকাশ জরুরি।

শেষে তিনি আশা প্রকাশ করেন, বৈসাবি ও বাংলা নববর্ষের এই আনন্দঘন আয়োজন সবার জীবনে শান্তি, সম্প্রীতি ও নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবে।